জলবায়ু পরিবর্তন

দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী

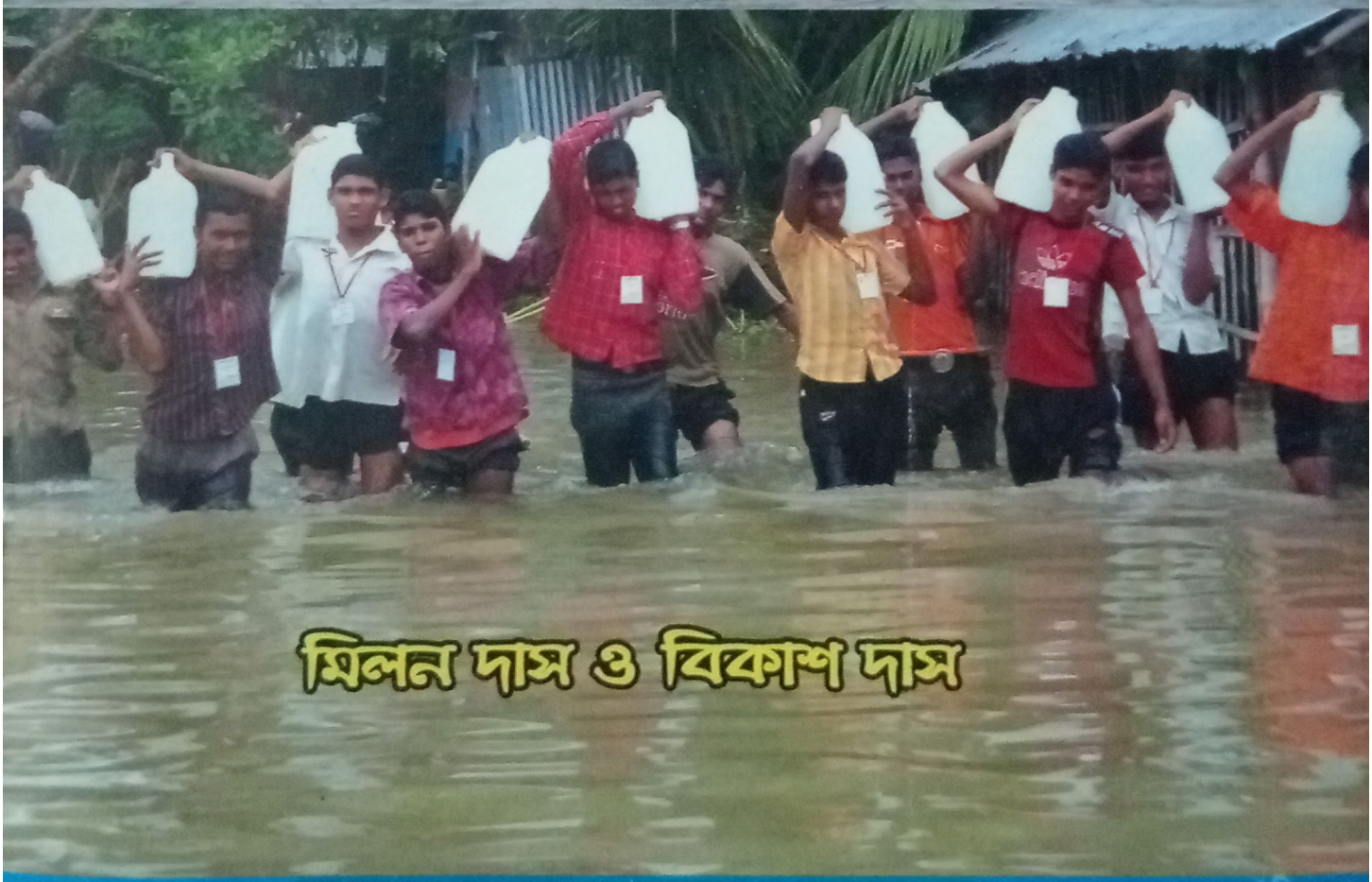

মিলন দাস ও বিকাশ দাস

Enhanced Coping Capacity of the Disadvantaged Community (ECCDC)

প্রকাশকাল
জানুয়ারী-২০১৩

রচনা ও সম্পাদনায়
মিলন দাস
বিকাশ দাস

আলোকচিত্র
শান্তি মন্ডল

প্রকাশনায়
দুর্যোগ ও পরিবেশ
ব্যবস্থাপনা ইউনিট
পরিত্রাণ, তালা, সাতক্ষীরা।

মুদ্রণ ঃ
রিমা অফসেট প্রেস,
০১৯১৫-০৯১৩২৮

পরিত্রাণ পরিচিতি

সভ্যতার প্রবাহমান গতিধারায় দলিতদের অবদান অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবুও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ দলিত মানুষ বংশ পরম্পারায় মানবেতর জীবন যাপন করছে। সমাজে তাঁদের প্রয়োজন অপরিসীম অথচ গুরুত্বহীন। স্বাধীন দেশের মহান সংবিধান রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করলেও বাস্তবে দলিতরা মানবাধিকার লঙ্ঘিত। রাষ্ট্রের উন্নয়নের একটি শর্ত হচ্ছে সকল মানুষের অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশের মূল ভূ-খন্ডের পাড়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির মানুষেরা প্রভাবশালী মহলের শোষন আর সামাজিক বঞ্চনার স্বীকার। এই একবিংশ শতাব্দীতেও দলিতরা প্রতিনিয়ত অস্পৃশ্যতার শিকার হন বৃহত্তর সমাজের কাছে।

আধুনিক সমাজে তারা শুধুই দিয়েছে, বিনিময়ে পেলনা কিছুই। তাই ১৯৯৩ সালে তারাই পরিত্রাণ-এর আত্মপ্রকাশ মানবতার দরবারে দলিতদের কথা বলতে। আর তাই জন্মলগ্ন হতে পরিত্রাণ দলিতদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ পরিকর। একই ভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করেছে।

কার্যাবলি ঃ

- মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি এবং দলিত জনগোষ্ঠীকে নিজের অধিকার রক্ষায় সক্রিয় করা।
- দলিতদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষায় আইন ও নীতিমালা পর্যায়ে এডভোকেসি করা।
- দলিতদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অনুসন্ধান ও পরিবিক্ষণ পর্যবেক্ষন করা।
- নেটওয়ার্কি লিংকেজ তৈরী করা।
- দলিতদের মানবাধিকার সুরক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করা।
- দলিতদের জীবন মান বিষয়ক গবেষণা করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জনগনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের জনগনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

আমাদের কথা

অনেকদিন ধরে জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলে আসছেন জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। গত কয়েক বছরে বিশেষজ্ঞদের ধারনা মতে লক্ষণগুলো স্পষ্ট হচ্ছে। আইপিসিসি চেয়ারম্যান রাজেন্দ্র পাচৌরি বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনে দরিদ্র মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। প্রভাব পড়বে বিশ্বের দরিদ্র দেশ গুলোর উপর। আমরা জানি, দরিদ্র মানুষের যে সংজ্ঞা আছে আদিবাসী ও দলিতরা সেই সংজ্ঞার বাইরে অর্থাৎ আদিবাসী ও দলিতরা দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে দলিতদের উপর দিয়ে একটা বড় ধরনের ধকল যাচ্ছে। জয়বায়ু পরিবর্তন এক অসহনীয় যন্ত্রণা। জগৎদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসেছে দলিত ও আদিবাসীদের বুকে।

আদিবাসী ও দলিতরা প্রকৃতি নির্ভর। তাদের জীবন যাত্রা গড়ে উঠেছে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কালের চক্রে আদিবাসী ও দলিতরা প্রকৃতি ও কৃষির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশে। তারা কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। এই সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে গিয়ে আদিবাসী ও দলিতরা আজও রয়ে গিয়েছে সমাজের স্যাঁতসেতে জনগুরুত্বহীন এলাকায়।

বর্তমানে কৃষি হচ্ছে দলিত ও আদিবাসী সমাজের অর্থনৈতিক প্রাণ। এখন প্রকৃতির অচেনা অভিঘাত দলিতদের সর্বশান্ত করে দিচ্ছে। তচনছ করে দিচ্ছে আমাদের স্বপ্ন। কেড়ে নিচ্ছে দলিত ও আদিবাসীদের প্রাণ, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা এবং ঝড় দলিত ও আদিবাসীদের কর্মসংস্থানহীন, গৃহহীন করে ফেলেছে। যার ফলশ্রুতিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক ও মানসিক ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হচ্ছে। দিনে দিনে এই বৈষম্য প্রবল হয়ে উঠছে। দুঃখজনক হলেও এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দলিতরা আশ্রয় কেন্দ্রেও স্থান পায়না। শুধু তাই নয় দুর্যোগ উত্তর প্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে দেখা যায় সীমাহীন বৈষম্য।

মিলন দাস
নির্বাহী পরিচালক
পরিত্রাণ

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক এবং দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ তথা বন্যা, সাইক্লোন, কালবৈশাখী, লবণাক্ততা বৃদ্ধি নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা বাংলাদেশের নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। যার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল অর্থাৎ সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, বরগুনা, পিরোজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষরা। গ্রীণহাউস প্রতিক্রিয়ার কারনে অতি দ্রুত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। আইপসিসির পূর্বভাস অনুযায়ী ১০ বছরের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা প্রতিবছর ৬-৭ মিলিমিটার বেড়ে ২০৫০ সালের মধ্যে ১৭-২০ শতাংশ এলাকা ডুবে যাবে। তিন কোটি মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। দক্ষিণাঞ্চলের হাজার হাজার আদিবাসী এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার সাথে জীবন যুদ্ধ করে দিনাতিপাত করছে। শিল্প ও অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত দেশসমূহ যথেষ্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমন করছে। যার বিরুপ প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের উপর। অল্প পরিসরে লিখিত এই পুস্তিকাটিতে আমরা জলবায়ু ঝুঁকির সাথে দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা, মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকার বিষয়সমূহ প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেছি।

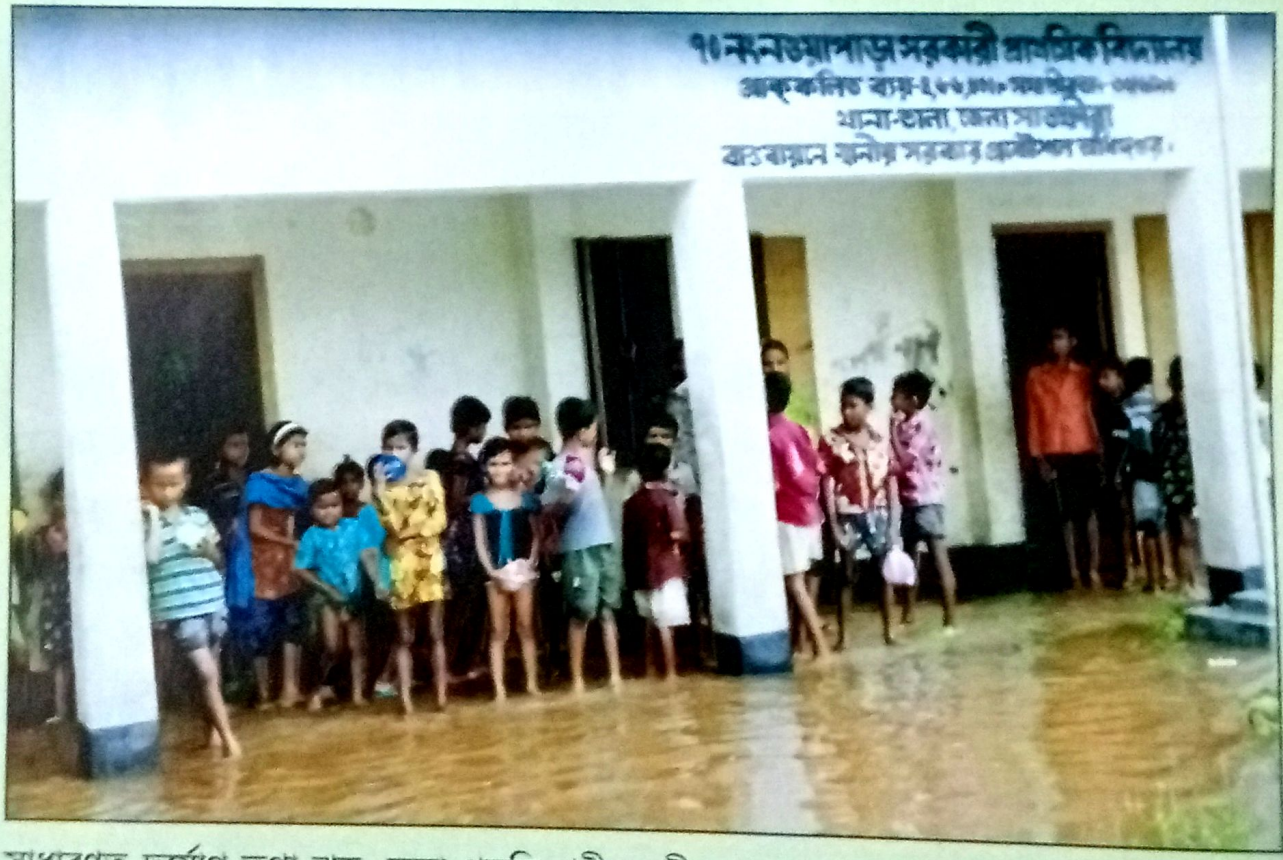

সাধারণত দূর্যোগ তথা ঝড়, বন্যা প্রভৃতি গরীব-ধনী, জাত-বেজাত দেখে না। দূর্যোগের কবলে সাধারণ মানুষ হয় পরিবেশ, সম্পদগত ক্ষয়ক্ষতির শিকার অপরদিকে দলিত বা আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পদগত ক্ষতি ছাড়াও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাদের মানবিক মূল্যবোধ ও মর্যাদার ক্ষেত্রে। এটি ধ্রুব সত্য যে, দলিত জনগোষ্ঠী তথা ঋষি, জেলে, কাওরা, মৌয়ালী, বাওয়ালী, বাজাদার, হাজাম, বুনো, শিকারী প্রভৃতি মানুষরা অনাকাঙ্খিত ভাবে এখনও বর্ণবৈষম্য তথা অস্পৃশ্যতার শিকার হয়। সামাজিক ভাবে তারা হেয় প্রতিপন্ন। সমাজে তাদের

প্রবেশাধিকার খুব কম। মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকারও অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। সর্বোপরি বলা যায়, সারা দেশের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল উপকূলের মানুষই এই পরিবর্তনে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট দূর্যোগের কবলে পতিত হওয়া দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দলিত, প্রান্তিক, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবাধিকার তথা জলবায়ু ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সম্মিলিত যৌথ প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করা এখন সময়ের দাবি।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ ঃ

দুর্ভাবনার বিষয়টি হল, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য অশনি সংকেত বয়ে আনছে। অবশ্য জলবায়ু পরিবর্তনশীলতার জন্য এমনিতেই বাংলাদেশ নানাভাবে বিপন্ন : ঋতুভেদে পানির প্রাপ্যতা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, যা জনজীবনকে পর্যুদস্ত করে; অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনশীলতার কারণে আবহাওয়াগত চরম পরিস্থিতি ও আপদ দেখা যায় (যেমন বন্যা, ঘূর্নিঝড়, টর্নেডো ইত্যাদি) প্রায় প্রতি বছরই। এর সাথে যদি ভৌগলিক অবস্থানগত অসুবিধা, সুশাসনের অভাব ও প্রশাসনিক অদক্ষতা ও নীতিমালা বাস্তবায়নের অপারদর্শিতা, বৈষম্য যুক্ত হয়- যা এদশের সর্বত্র বিরাজ করছে- তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সার্বিক বিপন্নতা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি (আহমদ ও আহমেদ ২০০২) সূত্র: জলবায়ু পরিবর্তন গভীর সঙ্কটের আবর্তে বাংলাদেশ। এতে আমাদের অত্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে সবচেয়ে বেশি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও দলিত জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রা ঃ

বর্তমান বিংশ শতাব্দির দ্বার প্রান্তে এসে দাড়িয়েছে বিশ্ব সভ্যতা। সভ্যতার ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক

অধ্যায় হল সমাজের পিছিয়েপড়া আদি অধিবাসী ও দলিত শ্রেণিভূক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি বঞ্চনা ও বৈষম্য। বংশানুক্রমিক পেশার কারণে সমাজে যে সকল জনগোষ্ঠী অস্পৃশ্য, নিম্নবর্ণ হিসাবে পরিচিত

তারাই মূলত দলিত। আন্তর্জাতিক দলিত সলিডারিটি নেটওয়ার্ক বাংলাদেশে সম্পাদিত এক জরিপের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি দলিত তথা, ঋষি, কাওরা, বেহারা, জেলে, শিকারী, বুনো, হাজাম, তেলি, ভগবানে, মুচি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বসবাস। তথাকথিত সামাজিক কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ, বর্ণবৈষম্য আমাদের সমাজ ব্যবস্থার অস্থি মজ্জায় মিশে আছে। যার প্রভাব এখনও দেখা যায়। তাই নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য, সকল প্রকার সামাজিক বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্য বর্তমানে বাংলাদেশে দলিতরা একত্রিত হয়ে দলিত আন্দোলন জোরদার করছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল তথা উপকূলীয় এসব অঞ্চলে দলিতদের বসবাস বেশি। ক্রমবর্ধমান উষ্ণতার কারণে আমাদের জলবায়ুর যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে তার প্রভাবে দেশের ঋতু পরিক্রমাতে প্রভাব ফেলেছে। ধারনা করা হয়, অত্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা তথা সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, বাগেরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে ৪.৫ লক্ষ দলিত জনগোষ্ঠির বসবাস। জীবিকার তাগিদে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ঝুকির মধ্যে থেকেও সিডর, আইলার মত ভয়াবহ প্রাকৃতিক দূর্যোগের সাথে টিকে থাকতে এ সকল জনগোষ্ঠী চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছে তাদের পেশার সুযোগ। নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে দলিতদের জীবনযাত্রার উপর। সামাজিকভাবে মর্যাদাহীন এ সকল জনগোষ্ঠী অধিকার বঞ্চিত হয়ে রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার সাথে এখনও সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

জলবায়ু উদ্বাস্তু; মরণ থাবার মুখে দলিতরা

পরিত্রাণের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের বিগত আইলা পরবর্তী এক সমীক্ষায় দেখা যায়, সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার ১২টি গ্রামের প্রায় ৫০০০ পরিবার এবং শ্যামনগর উপজেলার গাবুরার প্রায় ৮ হাজার ৩৯৩টি পরিবারসহ ৮টি ইউনিয়নের এখনও প্রায়ই ২০০০০ পরিবার ভয়াবহ আইলার আঘাতে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তালা উপজেলার উপর

দিয়ে বহমান কপোতক্ষ নদীর নাব্যতাহ্রাস পাচ্ছে দিনের পর দিন।
উক্ত প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০০ সাল থেকে তীব্রতা পাওয়ার ফলে সৃষ্ঠ জলাবদ্ধতা ক্রমশ উপকুল থেকে ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে আসছে। তালা উপজেলার কুমিরা থেকে জালালপুর ইউনিয়ন পর্যন্ত ২৫-৩০ কিলোমিটার এলাকা নতুন করে ভরাট হয়েছে। নদীর তলদেশ বসতি স্থান কৃষি জমির চেয়ে উঁচু হয়ে গেছে। ফলে বৃষ্টির পানি নদীতে না নেমে বসতি এলাকায় এসে জমে নতুন এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে । শ্যামনগরের গাবুরা ইউনিয়নে বসবাস রয়েছে প্রায় ৩৮০০০ (আটত্রিশ হাজার) মানুষের। ইউনিয়নটি বাঘে খাওয়া গ্রাম বলে সমধিক পরিচিত। ২০০৯ সালের এপ্রিলে ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে গাবুরার ৮ হাজার ৩৯৩ টি পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। জলবায়ু বিশেষজ্ঞ আইনুন নিশাতের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের যেসব প্রভাব বাংলাদেশের উপকুলকে সামনের দিনে আক্রান্ত করবে, এর প্রতিকি রুপ হচ্ছে শ্যামনগরের গাবুরা। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাওয়াসহ সবধরনের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে শিকার হয়েছে গাবুরা, কয়রা, পাইকগাছা এবং তালাসহ দক্ষিণাঞ্চলের ১১টি জেলার প্রায় দেড় কোটি মানুষ। যার মধ্যে প্রায় ১৫ শতাংশ দলিত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। ক্যাম্পেইন ফর ক্লাইমেট জাস্টিস প্রকাশিত "সবুজ সংহতি" নামক বুলেটিনে উল্লেখ করেছেন "বন্যা, লবণাক্ততা, সাইক্লোনের ফলে অস্থায়ী মাইগ্রেসন হয়। বেশিরভাগ প্রান্তিক, দিনমজুররা দুর্যোগের সময় শহরে যায় কর্মের সন্ধানে, যা তাদের জন্য খুবই অনিরাপদ"। আর এই অনিরাপদ জীবনযাপনের প্রত্যক্ষ শিকার হচ্ছে দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী। দেশের ফরমাল সেক্টরে এ সকল মানুষদের জন্য কোন কাজের সুযোগ না থাকায় তার অভিবাসী জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

দলিতদের স্বাস্থ্য ঝুকি বৃদ্ধি; নারীরা অনিরাপদ

দূর্যোগের ভয়াবহতার কারণে দক্ষিনাঞ্চলের বিশুদ্ধ পানির অভাবে পানি বাহিত রোগের সংক্রম, বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ অপরিকল্পিত চিংড়ী চাষ ও কৃষির আবাদ কমে যাওয়া। দুর্যোগ

এলাকার সাধারণ অসচেতন জনগনের মধ্যে পানিবাহিত রোগ তথা চর্মরোগ, ডায়রিয়া, আমাশয়, জ্বর প্রভৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলের দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দূর্যোগের কারণে স্বাস্থ্যঝুকি ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। তাদের মাঝে নূন্যতম স্বাস্থ্য সচেতনতা নেই। এমনকি অবহেলিত অস্পৃশ্য জাত বলে স্বাস্থ্য ঝুকি প্রতিরোধ সংক্রান্ত তথ্যও তাদের মাঝে পৌছায় না। বিশেষ করে দলিত, আদিবাসীদের মধ্যে নারীরা আরও দলিত। পরিত্রাণের অংশগ্রহণমূলক গণগবেষনার এক প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, সাধারন সমাজের নারী হওয়ার কারণে বৈষম্যের শিকার হয়। কিন্তু দলিত নারীরা দুইভাবেই বৈষম্যের শিকার হয়। প্রথমত, নারী হিসাবে ও দ্বিতীয়ত, দলিত সম্প্রদায়ের নারী হিসাবে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত দলিত ও আদিবাসী নারীদের উপর চলে যৌন নিপীড়ন, ধর্ষনের মত ভযাবহ অত্যাচার। গর্ভবতী মায়েরা পায় না পর্যাপ্ত চিকিৎসা এবং শিশুদের চর্মরোগ সহ পুষ্টিহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন।

লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও জমির উর্বরতা হ্রাসের কারণে বিপন্ন দলিত ও প্রান্তিক কৃষক;

লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে আশংকাজনক হারে। জলাবদ্ধতার দূরীকরনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনরত স্থানীয় পানি উন্নয়ন কমিটির এক হিসাব মতে ২০০০-২০০৬ সালে প্রায় দেড় লক্ষ হেক্টর জমি জলাবদ্ধতার কবলে পড়েছিল। জলাবদ্ধতায় লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে কপোতক্ষের পাড় আমন বোরো চাষের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষকরা ক্রমশ বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ছে। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

দলিতদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস:

জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। ২০০৯ সালের পরিত্রাণের এক গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সাতক্ষীরার তালা ও শ্যামনগর

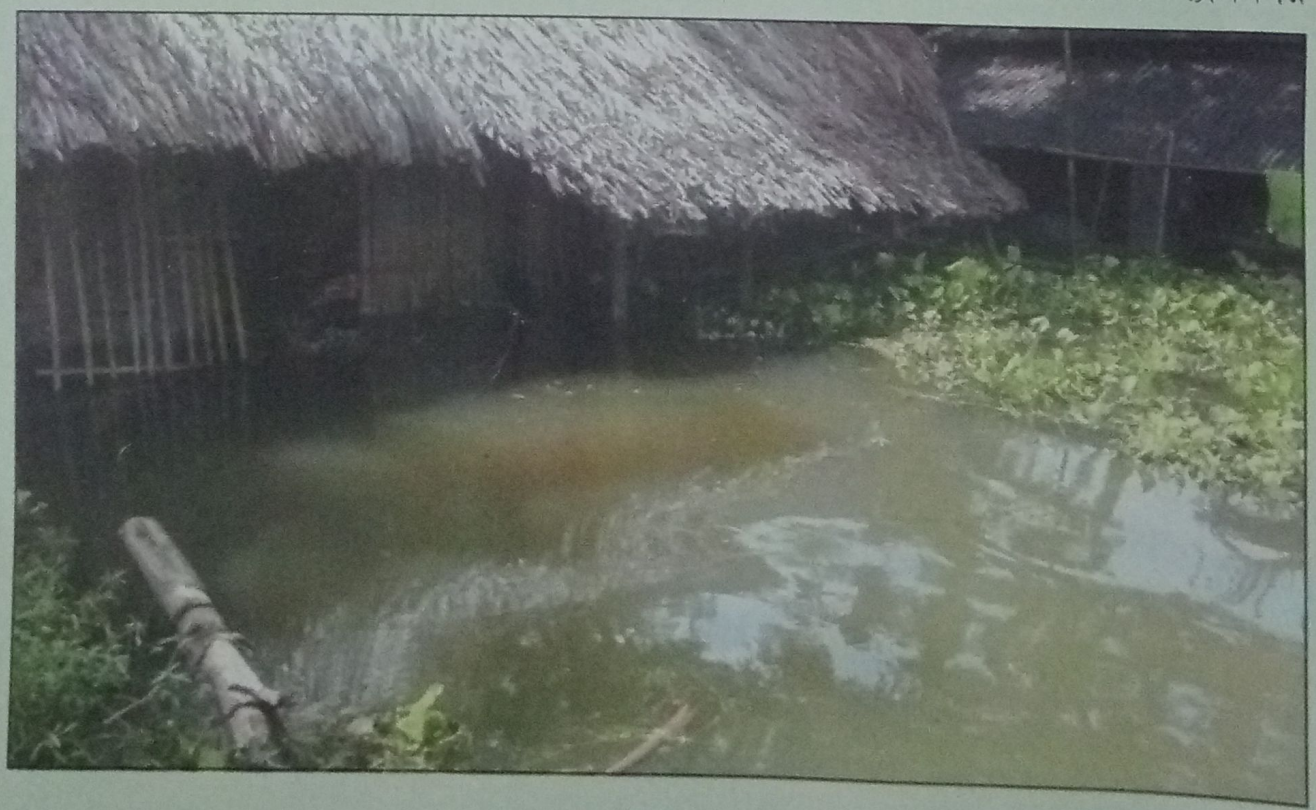

উপজেলাতে প্রায় ৩০,০০০ দলিত জনগোষ্ঠির বসবাস। যার অধিকাংশই প্রাকৃতিক সম্পদ এর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। দূর্যোগের প্রভাব ও জলবায়ু পুরবর্তনের প্রভাবে উক্ত সম্পদের ব্যবহার সুযোগ হ্রাস হয়ে যাচ্ছে ফলে দলিত ও আধীবাসীরা জীবিকার সন্ধানে শহরমূখী হচ্ছে। দলিত ও আদিবাসীদের জাত পেশায় এখন অন্যন্য সম্প্রদায়ের মানুষরা প্রবেশ করছে। বাধ্য হয়ে অভিবাষী হচ্ছে জলাবদ্ধ, বন্যা কবলিত.....বনজীবি মানুষেরা।

দলিতদের মানবাধিকারের চরম বিপর্যয়

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে খাদ্য, আশ্রয়, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসেবা সহযোগিতার ক্ষেত্রে দিনের পর দিন দুরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দলিত, আদিবাসী জনগোষ্ঠী। এর মধ্যে অধিক অসহায় হল নারী ও শিশু। আশ্রয়কেন্দ্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সামাজিক বৈষম্যের কারনে এ সকল জনগোষ্ঠী হচ্ছে বঞ্চিত ও বৈষমের শিকার। বাংলাদেশ সেন্টার ফর এ্যাডভান্স ষ্টাডিজ (বিসিএএস) এর নির্বাহী পরিচালক ড. আতিক রহমান বহুল প্রচলিত দৈনিক পত্রিকায় তার লেখনির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে অভিবাসী, দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষা করার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে লঙ্ঘিত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পরামর্শও দিয়েছেন সমগ্র জাতির জন্য। দূর্যোগ পরবর্তীতে কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করার ব্যাপারেও তিনি জোর দিয়েছেন। যা দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চলের দলিত/আদিবাসীদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে। বিগত দূর্যোগে দেখা গেছে আশ্রয়কেন্দ্রের নিরাপদ স্থান বা ঘরগুলোতে সাধারণ মানুষদের আবাসস্থল পক্ষান্তরে একই আশ্রয়কেন্দ্রের অস্বাস্থ্যকর অনিরাপদ স্থানে দলিতদের আশ্রয় ছিল। এছাড়া ত্রাণ-পুনর্বাসন, অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ,

তথ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্যগুলো স্পষ্ট ছিল। আর এ সকল বৈষম্যের পিছনে একটিমাত্র কারণ তা হল দলিতদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

জাতীয় উদ্যোগ বনাম দলিত জনগোষ্ঠী:

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলা করতে বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে পুন:সংস্করণ করে জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু এ কৌশলপত্রের একটি সীমাবদ্ধতা হল এখানে দলিত ও আদিবাসীদের বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট করে বিবেচনা করা হয়নি। এ কৌশলপত্র অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য সরকার সকল উদ্যোগ গ্রহণ করবে, বাস্তবায়িত হবে সকল পরিকল্পনা। আমরা মনে করি, বাস্তবায়িত সব কর্মপরিকল্পনার আওতায় দলিত ও আদিবাসীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ সার্বিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। দূর্যোগপূর্ব দূর্যোগকালীন ও পরবর্তী প্রস্তুতি গ্রহণে পর্যাপ্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচীর তথ্য না পাওয়া এবং এ সকল প্রস্তুতি গ্রহণমূলক কর্মসূচীতে অভিগম্যতা না থাকার কারণে দলিত আধীবাসীদের বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলবায়ুর পরিবর্তন : পরিত্রাণের উদ্যোগ:

পরিত্রাণ দলিতদের দ্বারা দলিতদের জন্য দলিতদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিশীল সংগঠন হিসাবে তার দীর্ঘদিনের কর্ম অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছে যে দলিতদের এই সকল বঞ্চনা, বৈষম্য দূর করে সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে দরকার সমাজিক আন্দোলন। পরিত্রাণ ২০০০ সাল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে তীব্রতা পাওয়া বন্যা, জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্থ দলিত ও আদিবাসীদের ত্রাণ, পুনর্বাসন, অভিযোজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি স্থানীয় দলিত ও আদিবাসীদের সম্পদে অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ নিম্মোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

ক) "ত্রাণ চাই না, প্রাণ চাই" দাবিতে দলিত ও আদিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা ও জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনে স্থানীয় সরকারের সহিত অধিপরামর্শ করতে সেমিনার, কর্মশালা, আলোচনা সভা, গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণমূলক নাটক ইত্যাদি।

খ) দুর্যোগকালীন অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

গ) দক্ষিণাঞ্চলের দলিত ও আদিবাসীদের দুর্যোগ কালীন জীবনমান সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গণগবেষণা।

ঘ) দুর্যোগ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে সুপারিশসহ স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ, দুর্যোগকালীন ও পরবর্তীতে স্বেচ্ছাসেবী দল গঠনের মাধ্যমে সহায়তা তহবিল গঠনে প্রচারাভিযান ও স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ।

ঙ) জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবে দলিতদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দলিত ও আদিবাসীদের দাবিসমূহ:

১। দলিত ও আদিবাসীদের মানবাধিকার বিষয়টিকে জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় স্থানীয়, সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগ বিবেচনা করতে হবে।

২। দলিতদের উন্নয়নে চাই রাজনৈতিক অঙ্গিকার।

৩। দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা এবং বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনায় দলিত ও আদিবাসীদের প্রতি স্পর্শকতার ইস্যুটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা।

৪। কৌশলপত্র ও পরিকল্পনায় যে ৬টি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে যথা : ১. খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য: ২. সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : ৩. অবকাঠামো

ব্যবস্থাপনা : ৪ গবেষণা : ৫. জলবায়ু পরিবর্তন রোধ এবং কার্বন নির্গমণ কমিয়ে আনা: ৬. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতির প্রায়োগিক ক্ষেত্রে দলিত আদিবাসীদের প্রতি সংবেদনশীল ক্ষেত্রে এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

৫। দলিত ও আদিবাসীদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমকে আরও প্রসারিত করতে হবে এবং সকল প্রকার পরিকল্পনা, কর্মসূচীর সুষ্ঠ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াই দলিত ও আদিবাসীদের অংশ্রগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৬। দলিত ও আদিবাসী উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে দলিতদের জন্য নিরাপদ স্থান, দলিত শ্রেণির প্রতিবন্ধী, নারী ও শিশুদের জন্য অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮। প্রাকৃতিক, দুর্যোগ, আবহাওয়ার পুর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য অতি দ্রুত ও সহজ মাধ্যমে দলিত ও আদিবাসীদের নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৯। দক্ষিণাঞ্চলে চিংড়ী চাষের আধিক্যতা বন্ধ করে এবং ব্যাপকভাবে কৃষিকাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১০। মৃত ও মৃতপ্রায় নদীগুলো খননের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

১১। টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তাহা ব্যস্তবায়নে জন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশেষে ঃ

বিশ্বব্যাপি প্রকৃতি ও পরিবেশের যে পরিবর্তন ঘটেছে সে কারণে সারা পৃথিবীর মানুষ, তাদের সম্পদ প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আর দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের সম্পদের ক্ষতি ছাড়াও মানবাধিকারের চরম বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিপদাপন্ন দলিত জনগোষ্ঠির মানুষদের সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগে অভিগম্যতা বৃদ্ধি করতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অধিপরামর্শ করা একান্ত প্রয়োজন এবং প্রান্তিক, দলিত, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মূলস্রোতধারার সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনমান উন্নয়নে দেশের সরকারি, বেসরকারি পরিকল্পনায় দলিত ইস্যু অর্ন্তভূক্তিকরণ, দুর্যোগ মোকাবেলায় গৃহীত সকল প্রকার নীতিমালা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবাযন প্রক্রিয়াই দলিত ইস্যুর প্রতি সংবেদনশীল থেকে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অনস্বীকার্য।

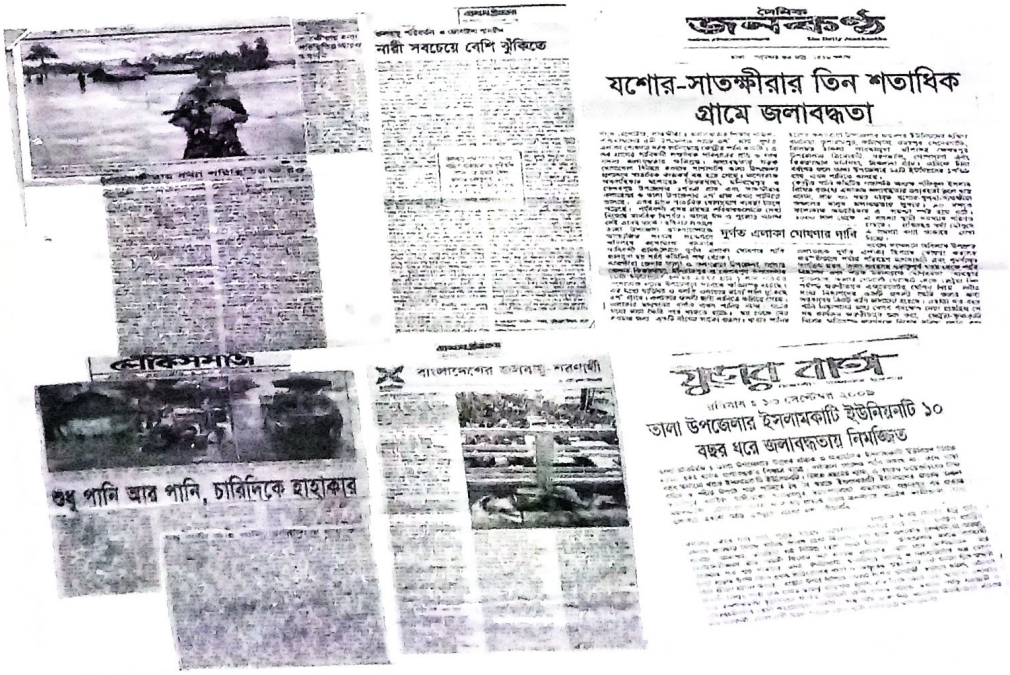

আমাদের প্রকাশনা সমূহ

বই :

১. লাঞ্ছিত দলিত সমাজ --------- অশোক দাস

২. আদিবাসী মুন্ডাদের জীবন বৈচিত্র --------- মিলন দাস

৩. দলিতদের আর্থসামাজিক চিত্র --------- মিলন দাস

৪. চৌধালীদের জীবন যাত্রা --------- অসীম দাস

প্রত্রিকা :

১. মুন্ডা বার্তা

২. দলিত সমাচার

৩. দলিত কণ্ঠ

৪. অন্ত্যজ কণ্ঠ

JOIN OUR FIGHT AGAINST CASTE DISCRIMINATION

পরিত্রাণ
PARITTRAN
A Human Rights and Development Organization for the Dalit by the Dalit

Contact Information :

PARITTRAN

Vill: Laxhmanpur, P.s: Tala, District: Satkhira.
Cell Phone : Office- 01720-587100.
E-mail : parittran@yahoo.com
Website: www.dalitbangladesh.wordpress.com

EUROPEAN UNION